International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-I, January 2023, Page No.09-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i1.2023.09-15

মাস্টারদা সূর্য সেন: এক বৈপ্লবিক জীবন কাহিনী

কৌশিক সেন
স্নাতক রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Sometimes there are people in the world who we remember even after their death. The revolutionary leader Masterda Surya Sen is a memorable For Ever. This Masterda Surya Sen was one of the youth leaders of the Chittagong Armory looting (1930) and the founder of the Indian Republic Army. According to Rameshchandra Majumdar, the first Indian commander in armed struggle against the British was Surya Sen and the last commander was Subhash Chandra Bose. His self-sacrifice deeply influenced India's freedom struggle. The research article in question has this little reflection on it.

Key Words: Revolutionary, Armory, commande, influenced, reflection.

মুখবন্ধ: মাস্টারদার পুরো নাম সূর্য কুমার সেন, ডাক নাম কালু। সহযোদ্ধার কাছে 'মাস্টারদা' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন।ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং চট্টগ্রাম আস্থাগার লুণ্ঠনের (১৯৩০) মহানায়ক এবং বহুবিধ বিপ্লবের অধিনায়ক ছিলেন তিনি।

জন্ম ও শৈশব জীবন: সূর্য সেন ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ রাউজান থানার নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রাজমনি সেন, মায়ের নাম শশী বালা সেন। রাজমনি সেনের দুই ছেলে আর চার মেয়ে। সূর্য সেন তাদের পরিবারের চতুর্থ সন্তান। দুই ছেলের নাম সূর্য ও কমল। চার মেয়ের নাম বরদাসুন্দরী, সাবিত্রী, ভানুমতী ও প্রমিলা। ৫ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তার বড় কাকা গৌরমনি সেনের কাছে প্রতিপালিত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে জ্যাঠাতুতো দাদা চন্দ্রনাথ সেন তাঁর অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষা জীবন: প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন স্থানীয় দয়াময়ী বিদ্যালয়ে। ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, চট্টগ্রাম কলেজে এফ.এ.তে ভর্তি হন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে পাশ করে তিনি একই কলেজে বি.এ-তে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের কোন এক সাময়িক পরীক্ষায় ভুলক্রমে টেবিলে পাঠ্যবই রাখার কারণে তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বিতাড়িত হন।পরে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন এবং ওই কলেজ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন ।চট্টগ্রামে ফিরে তিনি গণিতের শিক্ষক হিসেবে জাতীয় স্কুলে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

বিবাহ: বিপ্লবী ভাবধারার কারণে মাস্টার দা সূর্য সেন বিবাহ করার পক্ষে ছিলেন না। তবে চন্দ্রনাথ সেন ও অন্যান্য আত্মীয়দের চাপে তিনি ১৯১৯ সালে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কানুনগোপাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের ষোল বছরের কন্যা পুষ্পকুন্তলা দত্তকে বিয়ে করেন। বিপ্লবী ধ্যান ধারনায় দীক্ষিত মাস্টারদা কিছুতেই এই বিবাহ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হত বিবাহিত জীবন তাঁকে আদর্শচ্যুত করবে। তার ফলে স্ত্রীর সঙ্গে তিনি একদিনও কথা পর্যন্ত বলেন নি। বিবাহের তৃতীয় দিনে হিন্দুদের মধ্যে যে ফুলশয্যার প্রথা প্রচলিত রয়েছে সমাজে সেটিও তিনি পালন করেননি। সেদিন তিনি তার বৌদিকে বলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে তার মৃত্যু অনিবার্য। সেদিনই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসেন৷ ১৯২৬ সালে সূর্য সেন পলাতক অবস্থায় কোলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক মেসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ধরা পরার পর তাঁকে বোম্বাইয়ের (মুম্বাই) রত্নগিরি জেলে পাঠানো হয়। সেই সময় তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। মাস্টারদাকে যখন পুলিশ পাহারায় রত্নগিরি জেল থেকে চট্টগ্রাম আনা হয় তাঁর স্ত্রী তখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রত্নগিরি জেলে থাকাকালীন সূর্য সেন পড়তেন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' । হ্যারিকেনের আলোয় রাত জেগে চলত 'পথের দাবী' পড়া। রত্নগিরি জেলে বসে শরৎচন্দ্র ও তাঁর এই উপন্যাসের কথা খুব বলতেন মাস্টারদা। আর বলতেন, মহৎ সাহিত্য মনকে সজীব রাখে। ভালর প্রতি লোভ জন্মায় এ সব বই পড়ে।

বিপ্লবীদল গঠন: ১৯১৬ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সূর্য সেন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি যুগান্তর দলের সঙ্গে ছিলেন। সূর্য সেনকে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সূর্য সেন ১৯১৮ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে চট্টগ্রামে এসে গোপনে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তিনি ছেড়ে দেন শিক্ষকতা। ছেড়ে দিলেন সংসার, সমস্ত কিছু ত্যাগ করেন দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সূর্য সেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী দল গঠন করা হয়।চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল একটিই ছিল। তারা বাংলার প্রধান দু'টি বিপ্লবী দল "যুগান্তর" এবং "অনুশীলন"- কোনটির সাথে একেবারে না মিশে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী তখন চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজার দেওয়ানজী পুকুরপারে 'সাম্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করে ওখানে থাকেন।

নাগরখানা পাহাড় খন্ডযুদ্ধ: ১৯২০ সালে শুরু হয় গান্ধীজী- কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনলে এসময় অনেক বিপ্লবী এই আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা তাদের কর্মসূচি এক বছরের জন্য বন্ধ রাখেন। সূর্য সেন যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। তখন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দশম শ্রেনীর ছাত্র ও বিপ্লবী অনন্ত সিংহ ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনা করার জন্য স্কুল থেকে বহিস্কৃত হন। মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে আবার সক্রিয় হয়ে উঠে বিপ্লবী দলগুলো। তখন চট্টগ্রাম কোর্টের ট্রেজারী থেকে পাহাড়তলীতে অবস্থিত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন নিয়ে যাওয়া হতো। ১৯২৩-এর ১৩ ডিসেম্বর টাইগার পাস এর মোড়ে সূর্য সেনের গুপ্ত সমিতির সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে বেতন বাবদ নিয়ে যাওয়া ১৭,০০০ টাকার বস্তা ছিনতাই করে। ছিনতাইয়ের প্রায় দুই সপ্তাহ পর গোপন বৈঠক চলাকালীন অবস্থায় পুলিশ খবর পেয়ে বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দিলে পুলিশের সাথে বিপ্লবীদের খন্ড যুদ্ধ হয় যা 'নাগরখানা পাহাড় খন্ডযুদ্ধ' নামে পরিচিত। এর পর গ্রেফতার হন সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী৷ পরে সূর্য সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী এ মামলা থেকে ছাড়া পেয়ে যান।

ব্যায়ামাগার স্থাপন: সূর্য সেন বিপ্লবীদের জন্য চট্টগ্রামে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন এবং তাদের নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, গাছে ওঠা, লাঠি খেলা, ছুরি নিক্ষেপ, বক্সিং ইত্যাদি যাত করে বিপ্লবীদের শারীরিক ও মানসিক দিক সজাগ থাকে। মাস্টারদা তাদের বিপ্লবের জন্য তৈরি হওয়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেন। অস্ত্র এবং গোলাবারুদ সঞ্চয় করার উদেশ্যে তিনি চট্টগ্রামে একটি শাখা হিসেবে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি: ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মি ছিল একটি স্বল্পকালীন বিপ্লবী সেনাবাহিনী। সংগঠনটি একের পর এক ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল দখল করতে থাকে। এই ইন্ডিয়া রিপাবলিক আর্মি নামক প্রতিষ্ঠানের পেছনে মূল ভূমিকা রাখেন মাস্টারদা সূর্যসেন। এই অধিবেশনে চট্টগ্রাম থেকে যে প্রতিনিধিরা ছিলেন তার হলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ। ১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে গিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তারা বৈঠক করেন। এর পরের বছর ১৯২৯ সালে মহিমচন্দ্র ও মাস্টারদা চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন।

১৯৩০ সালের শুরু থেকেই আসকার খাঁর দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে সূর্য সেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের রুপরেখা নিয়ে বিভিন্ন নেতা কর্মীদের সাথে আলোচনা করতেন। আলোচনার পর ঠিক করা হয় শুধু শহর না, বরং বিভিন্ন গ্রাম এবং কক্সবাজার থেকেও বিপ্লবীদের নেয়া হবে। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের দলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চ"। বাংলায় "ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা"। আইরিশ বিপ্লবের ধাঁচে একটা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় যার মূল কর্মসূচী ছিল :

পরিকল্পনা অনুসারে কাজের জন্য কয়েকটা দল গঠন করা হয়। সূর্য সেনের দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫ জন, অম্বিকা চক্রবর্তীর ১৫ জন, অনন্ত সিং এবং গণেশ ঘোষের ২২ জন, নির্মল সেনের ৬ জন। এই দলগুলোর মধ্যে আবার উপদল ছিল। ইতোমধ্যেই চলছিলো অস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমা তৈরির কাজ।

মেয়েদের অংশগ্রহণ: মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করেন বিপ্লব প্রেমিক অমর শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত। তাদের টানে অনেক মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বিশেষত কল্পনা দত্তের আর্কষণে অনেক মুসলিম মেয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে এসেছিলেন যাদের মধ্যে আয়েশা বাণুর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিপ্লবী নারী সাবিত্রী দেবী, ইন্দুমতী সিংহ, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, কুন্দ্রপ্রভা সেনগুপ্তার নাম অনির্বাণ।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন: আইন অমান্য আন্দোলন যখন তুঙ্গে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল মধ্যরাতে অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ সঙ্গীকে নিয়ে সূর্য সেন অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল টেলিফোন এবং টেলিগ্রাম লাইন ধ্বংস করা ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলা চালানো। কয়েকজন যুবক রাত সাড়ে দশটায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারটি আক্রমণ করে দখল করে নেন এবং সমস্ত অস্ত্রাগারটি ধ্বংস করে ফেলেন। সূর্য সেন সেই রাতে ঘোষণা করেন যে, চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে দুশো বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করেছে। এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম স্বাধীন।

জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ: বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। চট্টগ্রাম বন্দরে বেতারের খবর শুনে পুলিশ বাহিনী জালাবাদ পাহাড়ে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ এপ্রিল ঘিরে ফেলে। বিপ্লবীরা তিন দিন না খেয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। ২২ এপ্রিল বিকাল ৫টার পর পুলিশ আক্রমণ শুরু করলে বিপ্লবীরা গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে মোকাবিলা শুরু করেন। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা গুলি বিনিময়ের পর ৬৪ জন পুলিশ ও কয়েক জন বিপ্লবীর সঙ্গে ১৩ বছরের বালক হরিগোপাল বল নিহত হয়।

পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ: মাস্টার'দা লিখেছেন-

> "বাংলায় বীর যুবকের আজ অভাব নাই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ, কালারপোল পর্যন্ত এদের দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে, ইতিহাসে সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেছে। মেয়েদের আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হোক এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ জানুক, এদেশের মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধে পেছনে নেই"।

২৪ সেপটেম্বর পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাবের ভিতরে চলছিল জাঁকজমক পূর্ন ভাবে নাচ - গানের আসর। সেদিন ক্লাবে এসেছিল বড় বড় পদের সাহেব এবং তাদের মেমসাহেবরা। ক্লাবের বাইরে সাইনবোর্ড লাগানো ছিল তাতে লেখা ছিল — কুকুর ও ভারতীয় (নেটিভ) - দের প্রবেশ নিষেধ। ইংরেজদের এরকম আচরন বিপ্লবীদের কাছে ছিল অসহ্য। প্রীতিলতার নেতৃত্বে ৮ জন বিপ্লবী এগিয়ে যান আক্রমনের পথে। সেদিন প্রীতিলতাকে মহিলা বলে চেনাই যাচ্ছিল না। পরনে ছিল পায়জামা-পাঞ্জাবি আর পাগড়ি আর কোমরে রিভালবার, কাঁধে বোমার ব্যাগ।

মাস্টারদার নির্দেশ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ২৮ সে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০ টায় ইউরোপিয়ান ক্লাবঘরে হানা দেন। সে সময় শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলারা উদ্দাম নাচ গানে মেতেছিল। হঠাৎ ঘনঘন বুলেটের শব্দে কেঁপে ওঠে ক্লাবঘর। তিন মিনিট এর মধ্যে বিপ্লবীরা ১ জনকে নিহিত ও ১২ জনকে আহত করে। সবাই চলে গেলেও প্রীতিলতা পালাননি। তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুর আগের দিন মাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন প্রীতিলতা। চিঠিটির বয়ান ছিল, মাগোতুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হল তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলই আমার নাম ধরে ডাকছ। আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে! ……. মা! সত্যি কি তুমি এতো কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে। ….. মা! আমায় তুমি ক্ষমা কর—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশজননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আশীবাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয় কে তুমি ভুল বুঝো। মাগো তুমি এমন করে আর কেঁদো না। আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি — তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কী করবে মা। দেশ যে পরাধীন। দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকা শৃংখলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা। তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে? আর কেঁদো না মা! তুমি আর চোখের জল ফেলো না।…. (এই পৃথিবী থেকে) যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার

কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা। তুমি আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, মা।

ইতি তোমার রানি
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার৷

এই লেখাটি পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এর 'আগুনের পরশমণি' থেকে উদ্ধৃত৷ বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বই থেকে পাওয়া যায়, পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি পাওয়া গিয়েছিল।

সূর্য সেন গ্রেপ্তার: সূর্য সেন গইরালা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন। অবশেসে১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে এক বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়েন এবং গ্রেফতার হন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্য সেন এবং ব্রজেন সেনকে প্রথমে জেলা গোয়েন্দা সদর দপ্তরে, পরে কোর্ট হয়ে চট্টগ্রাম জেলে নেয়া হয়। সূর্য সেনের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সূর্য সেন গ্রেপ্তার হবার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে গত রাতে পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে গৈরলা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় প্রধান আসামি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্য সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষনা করিয়াছিলেন"।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বেঙ্গল চিফ সেক্রেটারী কর্তৃক লন্ডনে ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে কাছে পাঠানো রিপোর্টে লেখা হয় —

> "The outstanding event of the fortnight is the arrest on 17 February of Surya Sen of Chittagong Armoury Raid notoriety, who, as the Leader and brain of absconders, has been giving constant anxiety over the last three years. It was unfortunate that when Surya Sen and his companion were arrested, 4 others made good their escape.... But luck enters very largely into these night operations end it certainly was a great stroke of Luck that Surya Sen was Secured"

জেলে মাস্টারদার সঙ্গী ছিল বই: জেলে মাস্টারদার সঙ্গী ছিল চারটি বই। গীতা, চণ্ডী, মহাভারত আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'। খুব ভোরে উঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন বা স্তোত্রপাঠ করতেন। সকাল কেটে যেত গীতা পাঠে, দুপুরে পড়তেন মহাভারত। তাঁর চিঠিগুলি থেকে জানা যায়, পড়বেন বলে চেয়ে পাঠিয়েছেন জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অনুরূপা দেবীর বই।

সূর্য সেনের ফাঁসি: সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদারকে বিচারের জন্য ইন্ডিয়ান প্যানেল কোডের ১২১/১২১ এ ধারা অনুযায়ী স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ১৯৩৩ সালে ১৪ অগাস্ট এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয় ট্রাইব্যুনাল সূর্য সেনকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তারকেশ্বর দস্তিদারকেও একই দণ্ড দেয়া হয়।

নির্মম অত্যাচার: মৃত্যুর আগের দিন ব্রিটিশ সেনারা মাস্টারদাকে নির্মম ভাবে অত্যাচার করেছিলেন, হাতুড়ি দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। দেহের হাড় ভেঙ্গে দেয় নিষ্ঠুর ইংরেজ সেনারা। নির্মম সেই

অত্যাচারে মাস্টারদা জ্ঞান হারান, তারপর নিষ্ঠুরভাবে তার অর্ধমৃত দেহটিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, ১৯৩৪ সালে ১৪ জানুয়ারি লাশ দুটিকে নিজের পরিবার বা আত্মীয়দের হাতে হস্তান্তর না করে, হিন্দু সৎকার মতে দাহ না করে জেলখানা থেকে ট্রাকে করে চট্টগ্রামের ৪নম্বর স্টিমার ঘাটে এর পর ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'THE RENOWN' সেই মৃতদেহটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহের সাথে লোহার টুকরো বেঁধে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

সূর্য সেনের লেখা চিঠি: ফাঁসির আগের দিন প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সূর্য সেন একটি চিঠিতে লিখেছেন-
"ফাসির রজ্জু আমার মাথার ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। এইতো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়। আমার জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম, শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের। মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে কতটুকু সফল করতে পেরেছি।...

আমার আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকুস্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও যেমন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম মধ্যে।

বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত ওঠো জাগো জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কথা কোনদিনও ভুলনা। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সবসময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করছেন, তাদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো। আমার একান্ত অনুরোধ এই সংগঠনকে তোমরা কোন দিনও ভেঙ্গে দিওনা জেলের বাইরে ও ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল। বিদায়!

আমাদের উপলব্ধি: ইতিহাসবিদ বিপিন চন্দ্র 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ১৮৫৭- ১৯৪৭' বইটিতে লিখেছেন-

> "সূর্য সেন, একজন উজ্জ্বল এবং অনুপ্রেরণামূলক সংগঠক, একজন নজিরবিহীন, মৃদুভাষী এবং স্বচ্ছভাবে আন্তরিক ব্যক্তি ছিলেন। অসীম ব্যক্তিগত সাহসের অধিকারী, তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে মানবিক ছিলেন,"

বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে জন্ম নিক মাস্টারদার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হাজারো অগ্নিপুরুষ। সাম্রাজ্যবাদীতা, পরাধীনতার ছোবল থেকে মুক্তির সূর্যালোক উদ্ভাসিত হবে যুগে যুগে। আর সে সব যুদ্ধে, সংগ্রামে আর বিপ্লবে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়ে যাবে মাস্টারদা দিনের প্রথম সূর্য হয়ে।

তথ্যসূত্র:-

1. "রাত জেগে পড়তেন 'পথের দাবী'", www.anandabazar.com, সংগ্রহে র তারিখ ২০২১-০২-২৬।

2. পূর্ণেন্দু দস্তিদার (২০০৯), স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, কলকাতা: অনুপম প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১৮।
3. পূর্ণেন্দু দস্তিদার (১৯৬৭), স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম: বইঘর, পৃষ্ঠা ২২, ৫১, ৭৩।
4. পাল, রুপময় (১৯৮৬), সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন, কলকাতা: দীপায়ন, পৃষ্ঠা ৪৫।
5. বিপিন চন্দ্র, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ১৮৫৭- ১৯৪৭'
6. সূর্যসেনের স্বপ্ন ও সাধনা : অনন্ত সিং।
7. সূর্য সেন : অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়।
8. আদালতের আঙিনায় : চিন্ময় চৌধুরি।
9. স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী :
10. চিন্ময় চৌধুরি।
11. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Surya_Sen
12. https://www.anandabazar.com/editorial/letters-to-the-editor/letters-to-editor-masterda-surya-sen-and-his-lifestyle-1.981624
13. https://www.anandabazar.com/supplementary/rabibashoriyo/remembering-surya-sen-1.969671